STEP Skills Competition 2017

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ    শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

# স্কিলস কম্পিটিশন ২০১৭

## চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা: ২৪ ডিসেম্বর ২০১৭

بسم الله الرحمن الرحيم



**রাষ্ট্রপতি**
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

১০ পৌষ ১৪২৪
২৪ ডিসেম্বর ২০১৭

### বাণী

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের আওতায় কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের 'স্কিলস এন্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট' (STEP) এর উদ্যোগে 'স্কিলস কম্পিটিশন ২০১৭' এর চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

দেশকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করতে হলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে কর্মমুখী জ্ঞান ও প্রযুক্তিতে দক্ষ করে গড়ে তোলার বিকল্প নেই। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে "স্কিলস এন্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট' (STEP)" দেশব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে একটি মধ্য-আয়ের এবং ২০৪১ সালে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে সরকার ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এসব কর্মসূচির পরিপূর্ণ বাস্তবায়নে সকলকে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

২০৩০ সালে বাংলাদেশে জনসংখ্যাগত নির্ভরশীলতার অনুপাত হবে সর্বনিম্ন। কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী হবে মোট জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ। এ সুযোগটি কাজে লাগাতে হলে বিপুল জনগোষ্ঠীকে কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের আওতায় আনতে হবে। তাদেরকে দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। তারাই হবে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার মূল কারিগর।

সরকার কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা বিস্তারকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। "স্কিলস এন্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট' (STEP)" সে লক্ষ্য অর্জনে নানামুখী কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি নিয়মিত স্কিলস কম্পিটিশনের আয়োজন করায় আমি তাদেরকে সাধুবাদ জানাই। আমি আশা করি এ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা, দক্ষতা ও উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ ঘটবে এবং জাতীয় উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। আমি প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ও বিজিতসহ সকল অংশগ্রহণকারীকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

আমি 'স্কিলস কম্পিটিশন ২০১৭' এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

**মোঃ আবদুল হামিদ**



**মন্ত্রী**
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১০ পৌষ ১৪২৪
২৪ ডিসেম্বর ২০১৭

### বাণী

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা-বিভাগের অধীন কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন 'স্কিলস এন্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট (STEP)' ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং-এর শিক্ষার্থীদের মেধা ও উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশের লক্ষ্যে চতুর্থবারের মত 'স্কিলস কম্পিটিশন ২০১৭' আয়োজন করছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি এ আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা জানাই।

একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং সরকারের রূপকল্প ২০২১ ও রূপকল্প ২০৪১ অর্জনে আমরা দেশের বিশাল জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তরিত করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ লক্ষ্য অর্জনে আমাদের সরকার দক্ষতা বৃদ্ধি ও জীবনভিত্তিক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। দক্ষতা বৃদ্ধির অন্যতম হাতিয়ার কারিগরি ও প্রযুক্তিগত শিক্ষার প্রসারে বিগত বছরগুলোতে আমরা দেশব্যাপী ব্যাপক উন্নয়নমূলক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করেছি। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সারাদেশে চার শতাধিক পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দেশের বিভিন্ন জেলায় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ করা হয়েছে। আমরা ২০২০ সালের মধ্যে দেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ভর্তির হার ২০ ভাগ এবং ২০৩০ সালের মধ্যে এ হার ৩০ ভাগে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছি। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে ব্যাপক কার্যক্রম হাতে নিয়েছি। এ শিক্ষা ব্যবস্থায় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার পাশাপাশি দেশপ্রেম, মানবিক মূল্যবোধ, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও জাতীয় দায়বদ্ধতার বিষয়গুলো প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

সরকার কারিগরি শিক্ষার পাশাপাশি পুরো শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও ডিজিটাইজেশনের লক্ষ্যে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। যুগোপযোগী জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন, শিক্ষা প্রশাসনের আধুনিকায়ন, ন্যাশনাল স্কিলস ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল পুনর্গঠণ এবং জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়ন করা হবে।

আমি আশা করি 'স্কিলস কম্পিটিশন ২০১৭' টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। এ আয়োজনের মাধ্যমে কারিগরি শিক্ষায় দেশ আরো এক ধাপ এগিয়ে যাবে। কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত মানবসম্পদ দক্ষতা ও মেধার সর্বোচ্চ প্রয়োগ ঘটিয়ে উন্নত ও সমৃদ্ধ জাতি গঠনে আরও নিবেদিত হবেন। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণ করতে সক্ষম হবো।

আমি 'স্কিলস কম্পিটিশন ২০১৭' এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

**নুরুল ইসলাম নাহিদ** এম.পি.



**সচিব**
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

১০ পৌষ ১৪২৪
২৪ ডিসেম্বর ২০১৭

### বাণী

'উদ্ভাবন' উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে গতিশীল করে। শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবনের সুযোগ সৃষ্টি যেমন শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি করে, তেমনি গড়ে তোলে একটি সৃজনশীল ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের অধীন কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের স্কিলস এন্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট (STEP) অন্যান্য বছরের ন্যায় 'স্কিলস কম্পিটিশন ২০১৭' আয়োজন করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। কারিগরি শিক্ষার্থীদের মেধা ও উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশে প্রতিযোগিতাটি অত্যন্ত সহায়ক হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

কারিগরি এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপক সংস্কার সাধনের মাধ্যমে একটি দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলে ২০২১ সালের মধ্যে দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করা বর্তমান সরকারের লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনে শিক্ষা মন্ত্রণালয় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সংশ্লিষ্ট সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ইতোমধ্যে 'স্কিলস এন্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট (STEP)' কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। ২০২০ সালের মধ্যে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষার্থী ভর্তির হার ২০ শতাংশে উন্নীত করার যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে তা অর্জনে এ প্রকল্পটি বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

স্কিলস কম্পিটিশন আয়োজন একটি সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী উদ্যোগ। ২০১৪, ২০১৫ ও ২০১৬ সালে সফলভাবে আয়োজনের পর এ বছর প্রতিযোগিতাটি চতুর্থ বারের মত অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রতিযোগিতাটি ঘিরে ডিপ্লোমা পর্যায়ের শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে। ইতোমধ্যেই উদ্ভাবিত হয়েছে বেশ কয়েকটি কার্যকর প্রযুক্তি। এই উদ্ভাবনগুলো অদূর ভবিষ্যতে শিল্প, ব্যবসা, শিক্ষা এবং দেশের সার্বিক উন্নয়নে যথেষ্ট অবদান রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

'স্কিলস কম্পিটিশন ২০১৭' এর সার্বিক সাফল্য প্রত্যাশা করছি।

**মো: সোহরাব হোসাইন**



**মহাপরিচালক**
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
আগারগাঁও, ঢাকা

১০ পৌষ ১৪২৪
২৪ ডিসেম্বর ২০১৭

### বাণী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিশ্বব্যাংক এবং কানাডা সরকারের আর্থিক সহায়তায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়নাধীন 'স্কিলস এ্যান্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট (STEP)' কর্তৃক নির্বাচিত ১৬২টি সরকারি-বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে দেশব্যাপী চতুর্থবারের মত 'স্কিলস কম্পিটিশন' অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

২০১৪ সালে প্রথমবারের মত জাতীয় পর্যায়ে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়, যা কারিগরি অঙ্গনে শিক্ষার্থীদের মেধা, দক্ষতা ও উদ্ভাবনী ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা যুক্ত করে। ২০১৫ ও ২০১৬ সালেও প্রতিযোগিতাটি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করে। এরই ধারাবাহিকতায় এবারের আয়োজন 'স্কিলস কম্পিটিশন ২০১৭'। কারিগরি অঙ্গনের শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকসহ সর্বস্তরের জনসাধারণের মাঝে এ আয়োজন ইতোমধ্যে এবারেও ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে।

গত তিন বছরের অভিজ্ঞতা আমলে নিয়ে এবার আমরা স্কিলস কম্পিটিশন আয়োজনের প্রাক্কালে আয়োজন করেছিলাম একটি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের। যার মাধ্যমে দেশের স্বনামধন্য ব্যবসায়ী ও শিল্প-কারখানার মালিকগণের সামনে বিগত বছরগুলোর সেরা উদ্ভাবনগুলো উপস্থাপন করা হয়। আমি মনে করি এই আয়োজনের মাধ্যমে দেশের স্বনামধন্য ব্যবসায়ী ও শিল্প-কারখানার মালিকগণও আমাদের কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের এই উদ্ভাবনগুলো দেখার ও সেগুলো বাণিজ্যিকীকরণের বিষয়ে এগিয়ে আসবেন।

বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। এ দেশের রয়েছে বিপুল সম্ভাবনাময় কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী। এই জনগোষ্ঠীকে সত্যিকার জ্ঞান ও দক্ষতায় সমৃদ্ধ করে গড়ে তুলতে হলে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে দেশের তৃণমূল পর্যায়ে জনপ্রিয় করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকারের সার্বিক সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতায় কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ হাতে নিয়েছে এবং নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। স্কিলস এ্যান্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট (STEP) এর মাধ্যমে 'স্কিলস কম্পিটিশন ২০১৭' এর আয়োজন তেমনই একটি কার্যকর পদক্ষেপ।

এ ধরনের প্রতিযোগিতার আয়োজন কারিগরি শিক্ষাক্ষেত্রে সৃজনশীলতাকে আরো গতিশীল করবে। আর দক্ষতা অর্জনে করবে সহায়তা। ফলশ্রুতিতে রূপকল্প-২০২১ এর সফল বাস্তবায়নের পথ ধরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী ২০৪১ সাল নাগাদ বিশ্বজনীন প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ একটি উন্নত দেশের মর্যাদায় অভিষিক্ত হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমি 'স্কিলস কম্পিটিশন ২০১৭' আয়োজনের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে সাধুবাদ জানাই।

**অশোক কুমার বিশ্বাস**



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ডিপ্লোমা শিক্ষার্থীদের STEP এর সহায়তায় উদ্ভাবিত প্রকল্প পরিদর্শন করছেন

## স্কিলস কম্পিটিশনের ইতিবৃত্ত

দেশ-বিদেশের শ্রমবাজারের বাস্তব চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে দক্ষ জনশক্তি তৈরীর লক্ষ্যে সরকার দেশের কারিগরি শিক্ষার সার্বিক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে নানাবিধ কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এরই অংশ হিসেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের অধীনে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়িত হচ্ছে 'Skills and Training Enhancement Project (STEP)' শীর্ষক প্রকল্প।

কারিগরি শিক্ষাঙ্গনের সফল অগ্রযাত্রায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনকারী এ প্রকল্পে যৌথভাবে অর্থায়ন করছে বাংলাদেশ সরকার, বিশ্বব্যাংক ও কানাডা সরকার। প্রাথমিকভাবে পাঁচ বছর মেয়াদি (জুলাই ২০১০ - জুন ২০১৫) এ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সফলভাবে এগিয়ে যাওয়ায় সরকার ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা পরবর্তী চার বছরের (জুলাই ২০১৬ - জুন ২০১৯) জন্য প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করে। প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১৭৮২ কোটি টাকা।

STEP প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের গুণগত মান উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে আর্থ-সামাজিকভাবে অনগ্রসর যুবগোষ্ঠীর কাছে কারিগরি শিক্ষাকে সহজলভ্য করে তোলা ও তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র ও বেকারত্ব দূর করা।

প্রকল্পটি ২০১৪ সাল থেকে সরকারি-বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের মেধা ও উদ্ভাবনী শক্তি বিকাশের লক্ষ্যে 'স্কিলস কম্পিটিশন' আয়োজন করে আসছে।

এর অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে কারিগরি শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল চিন্তার ক্ষেত্র প্রশস্ত করা, শিল্প-সংযোগ প্রতিষ্ঠা করা এবং কল-কারখানাসমূহকে উদ্ভাবনী প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করা। কারিগরি শিক্ষাঙ্গণের সর্ববৃহৎ ও অনন্য এ প্রতিযোগিতাটি ৩টি পর্বে অনুষ্ঠিত হয়- প্রাতিষ্ঠানিক পর্ব, আঞ্চলিক পর্ব এবং জাতীয় পর্ব।

প্রতিযোগিতাটির প্রথম পর্ব অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান পর্যায়ের প্রতিযোগিতা নির্বাচিত পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটসমূহের স্ব স্ব প্রাঙ্গণে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে একযোগে অনুষ্ঠিত হয়। এতে ইনস্টিটিউটসমূহের প্রত্যেকটি টেকনোলজি বা বিভাগ থেকে একাধিক প্রতিযোগী একক অথবা দলগতভাবে অংশগ্রহণ করে।

আঞ্চলিক পর্বের প্রতিযোগিতা আয়োজনের সুবিধার্থে সারাদেশকে ১৩টি অঞ্চলে ভাগ করা হয়। প্রত্যেক অঞ্চল থেকে প্রকল্পের আওতায় গ্রান্ট প্রাপ্ত একটি প্রতিষ্ঠান এ প্রতিযোগিতা আয়োজনের দায়িত্ব পালন করে। এ পর্ব থেকে সেরা ৫২টি উদ্ভাবনী প্রকল্প চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য নির্বাচিত হয়। আঞ্চলিক পর্বের প্রতিযোগিতা উপলক্ষে সবগুলো অঞ্চলে প্রতিযোগিতার দিন একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও কারিগরি বিষয়ক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।




মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী STEP এর উদ্যোগে আয়োজিত তৃতীয় স্কিলস কম্পিটিশনে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করছেন

স্কিলস কম্পিটিশনের চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা বা জাতীয় পর্ব ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিবছর চূড়ান্ত প্রতিযোগিতার দিন একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি এবং প্রতিযোগিতার ভেন্যুতে কারিগরি বিষয়ক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। টেকসই উদ্ভাবনী প্রকল্পের বাণিজ্যিক উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে তাৎক্ষণিকভাবে সহযোগিতা প্রদানের জন্য দেশের বিশিষ্ট শিল্পপতিগণ চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় সরাসরি উপস্থিত থাকেন। একইসাথে মেধাস্বত্ব অধিকার লাভে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে প্রকল্প দপ্তর থেকে বিশেষ উদ্যোগ নেয়া হয়।

এ বছর স্কিলস কম্পিটিশনের প্রাতিষ্ঠানিক পর্ব দেশব্যাপী ১৬৫টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে একযোগে ২৬ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। এ পর্বে ৫,৫৯১ জন ছাত্র/ছাত্রী (৫,০০৪ জন ছেলে ও ৫৮৭ জন মেয়ে) মোট ২,১৬৫টি প্রকল্প/উদ্ভাবন উপস্থাপন করে। প্রকল্প/উদ্ভাবনগুলো থেকে ৪৮১টি প্রকল্প/উদ্ভাবন দেশ ও সময়ের চাহিদা বিবেচনায় রেখে আঞ্চলিক পর্বে প্রদর্শনের জন্য নির্বাচন করা হয়।

আঞ্চলিক পর্ব দেশের ১৩টি অঞ্চলে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হয়। এতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ও এসটিইপি প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, গনমাধ্যমের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রতিযোগিতা উপলক্ষ্যে প্রতিটি ভেন্যুতে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালী ও কারিগরি শিক্ষা বিষয়ক একটি সেমিনারও অনুষ্ঠিত হয়।

আঞ্চলিক পর্বে প্রদর্শিত ৪৮১টি প্রকল্প/উদ্ভাবন থেকে ৫২টি প্রকল্প ২৪ ডিসেম্বর ঢাকা মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত জাতীয় পর্বের প্রতিযোগিতায় মূল্যায়নের জন্য উপস্থাপন করা হবে। জাতীয় পর্ব উপলক্ষে সকাল ৯.০০টায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের সামনে থেকে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালী বের করা হবে। র‍্যালীটি আগারগাঁও, আইডিবি ভবন, আবহাওয়া ভবন হয়ে ঢাকা মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে গিয়ে শেষ হবে।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম. পি. প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে র‍্যালির উদ্বোধন করবেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন জনাব মো: আবুল কালাম আজাদ, সম্মানিত মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং জনাব মো: সোহরাব হোসাইন, সম্মানিত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন জনাব মো: আলমগীর, সম্মানিত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

এ উপলক্ষে ঢাকা মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে সকাল ১০.০০টায় একটি উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, দুপুর ২.৩০টায় কারিগরি শিক্ষা বিষয়ক একটি সেমিনার এবং বিকেল ৪.৩০টায় পুরষ্কার বিতরণী পর্ব অনুষ্ঠিত হবে।

স্কিলস কম্পিটিশন ইতোমধ্যেই কারিগরি শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে। এ জাতীয় সৃজনশীল উদ্যোগ একটি দক্ষ বাংলাদেশ বিনির্মাণ তথা 'ভিশন ২০২১' অর্জনে বিশেষ সহায়ক হবে বলে সকলের প্রত্যাশা।

**এ বি এম আজাদ**
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব)
স্কিলস এ্যান্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট (STEP)

بسم الله الرحمن الرحيم



**প্রধানমন্ত্রী**
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১০ পৌষ ১৪২৪
২৪ ডিসেম্বর ২০১৭

### বাণী

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের অধীনে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন 'স্কিলস এন্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট' চতুর্থবারের মত 'স্কিলস কম্পিটিশন ২০১৭' আয়োজন করছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষে আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

দক্ষ জনশক্তি দেশের মূল্যবান সম্পদ। আমাদের বিপুল জনশক্তিকে কাজে লাগিয়ে সরকারের রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নে কারিগরি শিক্ষার বিকল্প নেই।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসাম্প্রদায়িক, ক্ষুদা-দারিদ্রমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ 'সোনার বাংলা' গড়তে আওয়ামী লীগ সরকার বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্যে বর্তমান সরকার নতুন প্রজন্মকে দক্ষ করে গড়ে তুলতে জাতীয় শিক্ষানীতিতে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে।

আমাদের সরকারের সময়ে কারিগরি শিক্ষায় ভর্তির হার ১ শতাংশ থেকে ১৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এ হার ২০২০ সালের মধ্যে শতকরা ২০ ভাগ এবং ২০৩০ সালের মধ্যে শতকরা ৩০ ভাগে উন্নীত করার লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। পর্যায়ক্রমে তা ৬০ শতাংশের উর্ধ্বে উন্নীত করা হবে। ঢেলে সাজানো হচ্ছে কারিগরি শিক্ষার কারিকুলাম, প্রশাসন, প্রশিক্ষণ ও অবকাঠামো। কারিগরি শিক্ষা ও প্রযুক্তি দক্ষতা ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া আমাদের লক্ষ্য।

আমি আশাকরি, এ ধরণের প্রযুক্তিগত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় সৃজনশীল, মেধাবী ও দক্ষ নতুন প্রজন্ম গড়ে উঠবে। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তথ্য-প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে নতুন নতুন উদ্ভাবন-জ্ঞানকে বিকশিত করে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

আমি 'স্কিলস কম্পিটিশন ২০১৭' এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

**শেখ হাসিনা**



**মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি)**
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১০ পৌষ ১৪২৪
২৪ ডিসেম্বর ২০১৭

### বাণী

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম শর্ত হচ্ছে দেশের জনগণকে গুণগত মানসম্পন্ন আধুনিক শিক্ষা ও প্রযুক্তি ব্যবহারের আওতায় নিয়ে আসা। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের আওতায় কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে বাস্তবায়নাধীন 'স্কিলস এন্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট' কর্তৃক আয়োজিত 'স্কিলস কম্পিটিশন' একটি বাস্তবধর্মী উদ্যোগ বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশের প্রায় ১৬ কোটি মানুষকে সত্যিকার জ্ঞান ও দক্ষতায় সমৃদ্ধ করে গড়ে তুলতে হলে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এর অন্যতম লক্ষ্য হলো মানসম্পন্ন ও দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা। বর্তমান সরকার জাতীয় শিক্ষানীতিতে কারিগরি শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের মানোন্নয়ন ও সম্প্রসারের ক্ষেত্রে 'স্কিলস কম্পিটিশন ২০১৭' সময়োপযোগী একটি পদক্ষেপ বলে আমি মনে করি।

আমি আশা করি, 'স্কিলস কম্পিটিশন' এর চূড়ান্ত আয়োজনের মধ্য দিয়ে কারিগরি শিক্ষার প্রতি সাধারণ মানুষের আগ্রহ ও সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।

'স্কিলস কম্পিটিশন ২০১৭' এর সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল আয়োজক এবং অংশগ্রহণকারীদেরকে আমি অভিনন্দন জানাই।

**মো: আবুল কালাম আজাদ**



**সচিব**
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

১০ পৌষ ১৪২৪
২৪ ডিসেম্বর ২০১৭

### বাণী

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের আওতাধীন কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের বাস্তবায়নাধীন স্কিলস এন্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট (STEP) 'স্কিলস কম্পিটিশন ২০১৭' আয়োজন করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। কারিগরি শিক্ষার্থীদের মেধা ও উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশে এই প্রতিযোগিতা যথেষ্ট সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি।

২০২১ সালের মধ্যে দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করা বর্তমান সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ও তার দায়িত্ব পালনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। কারিগরি শিক্ষা প্রসারের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন বেশ কয়েকটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে, যার মধ্যে স্কিলস এন্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট (STEP) অন্যতম। সংশ্লিষ্ট সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ইতোমধ্যে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২০ সালের মধ্যে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার হার ২০ শতাংশে উন্নীত হবে বলে আমরা আশাবাদী। আর এভাবেই দিনে দিনে সাধারণ শিক্ষার গতানুগতিক ধারা পরিবর্তিত হয়ে কারিগরি শিক্ষাই হয়ে উঠবে আগামী দিনের সাধারণ শিক্ষার ধারা।

'স্কিলস কম্পিটিশন' একটি ব্যতিক্রমধর্মী উদ্যোগ। ২০১৪, ২০১৫ ও ২০১৬ সালে সফলভাবে আয়োজনের পর এবার প্রতিযোগিতাটি ৪র্থ বারের মতো অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রতিযোগিতাকে ঘিরে কারিগরি শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে। উদ্ভাবিত হয়েছে বেশ কয়েকটি কার্যকর প্রযুক্তি বা প্রকল্প। এ উদ্ভাবনগুলো অদূর ভবিষ্যতে শিল্প, ব্যবসা, শিক্ষা এবং দেশের সার্বিক উন্নয়নে যথেষ্ট অবদান রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

এই আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 'স্কিলস কম্পিটিশন ২০১৭' সাফল্যমন্ডিত হোক -এ কামনা করি।

**মো: আলমগীর**

THE WORLD BANK



**Dr. Mokhlesur Rahman**
Co-Task Team Leader



**Dr. Shiro Nakata**
Co-Task Team Leader

### *Message*

We would like to extend our heartiest congratulations to the Government of Bangladesh, Ministry of Education, Technical and Madrasah Education Division, Directorate of Technical Education and Skills and Training Enhancement Project (STEP) for organizing the grand finale of the 'Skills Competition 2017'.

A well-trained and skilled workforce is vital to the economic and social development of Bangladesh. With the strong commitment of the Government of Bangladesh for assisting the development of Technical and Vocational Education and Training (TVET), STEP has established sustainable environment for quality training and skills development through many skills developments activities over the past several years. The STEP-supported Skills Competition, involving thousands of diploma level students from 165 government and private polytechnic institutes from all over the country, marks another shining milestone in improving the TVET sector and showcases the remarkable competency and unlimited potential of our TVET students.

We believe that the competition has been organizing since 2014 provides a platform for showcasing the skills and talent of TVET students and faculties facilitating innovations as well as raise awareness to popularize TVET in the country. It is evident that the event has already created massive enthusiasm among the technical students, teachers, guardians, industrialists, civil society and the common people.

We are very happy that the STEP has added an inaugural ceremony for a Skills Competition 2017 where renowned business personnel, industrialists and patent officials were participated to know about the innovations of the technical students.

It has been a great privilege for us to work with the Government of Bangladesh and the TVET community to support the implementation of STEP and beyond. We would also like to congratulate the project officials for their tireless efforts in organizing the skills competition and wish a great success of the event.

**Dr. Mokhlesur Rahman**
Senior Operations Officer
Education Global Practice
The World Bank

**Dr. Shiro Nakata**
Senior Economist
Education Global Practice
The World Bank

Canada

## স্কিলস এ্যান্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট (STEP)

### কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

THE WORLD BANK
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP